

রবের সাথে সম্পর্ক

আহমাদ বিন নাসির আত তাইয়ার

মুকুন
পাবলিশিং

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা	৯
প্রারম্ভিকা	১২
অন্তরের সুস্থতা	১৯
রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাঁর দিকে অগ্রগমন	৬৪
সৎকর্মের পথে অগ্রযাত্রা	৭৩
আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা লাভ	২১৬
পরিশিষ্ট	২২১



অন্তরের সুস্থতা

কেউ যদি চায় যে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে ঈমান, প্রফুল্লতা ও রবের সাথে ঘনিষ্ঠতা দ্বারা ভরপুর করে দেন, তার কর্তব্য হলো আল্লাহ তাআলা ও তার মধ্যকার প্রতিবন্ধক সব ব্যাধি অন্তর থেকে বের করে দেয়া। কারণ, সব মন্দ স্বভাব অন্তর থেকে বের করা ব্যতীত তা পরিশুদ্ধ করা যায় না।

আল্লাহ তাআলা অন্তরকে রোগ ব্যাধি থেকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখার জন্য তাঁর খলীল আলাইহিস সালামের প্রশংসা করেছেন। যেমন কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ - إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

তাঁরই অনুসারীদের একজন ইবরাহীম। (স্মরণ করো) যখন তিনি আপন রবের নিকটে এলেন পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।^[১]

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

[১] সূরা আস-সাফাত, আয়াত : ৮৩-৮৪

যেদিন ধন সম্পদ ও সন্তানাদি কোনো কাজে আসবে না তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কলুষ মুক্ত অন্তর নিয়ে আসবে (সেই সফল হবে)।^[১]

জেনে রাখা দরকার যে, অন্তরে ইবলিশের অহংকার, কাবিলের হিংসা, আদ জাতির অবাধ্যতা, হামুদ জাতির সীমালঙ্ঘন, নমরুদের দুঃসাহস, ফেরআউনের অত্যাচার, কারুনের দুরাচার, আবু জাহালের অজ্ঞতাসহ উপরে বর্ণিত সবকিছুই বিদ্যমান। সাথে আরও আছে চতুষ্পদ প্রাণীর মতো স্বভাবও। যেমন- কাকের লিপ্সা, কুকুরের লোভ লালসা, গুবড়ে পোকাবিশেষের^[২] নীচতা, গোসাপের অমান্যতা, উটের বিদ্বেষ, সিংহের দাপট, হাঁদুরের দুষ্কর্ম, সাপের অনিষ্টতা, বানরের (অনর্থক) তামাশা, পিপড়ার সঞ্চয় ও শিয়ালের ধূর্ততা।^[৩]

পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা মানুষকে মহাঅত্যাচারী, নির্বোধ, অতি ভীতু, ক্ষতিগ্রস্ত, অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী ইত্যাদি মন্দ গুণে গুণান্বিত করেছেন। তাই একমাত্র রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা, উপরিউক্ত রোগ ব্যাধি ও মন্দ স্বভাব দূর করতে অনবরত চেষ্টা প্রচেষ্টাই কেবল এগুলো থেকে মুক্তি দিতে পারে।

কেউ যদি প্রবৃত্তির অনুসরণে নিজেকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়, নফস ও অন্তর বিশুদ্ধ করার ব্যাপারে উদাসীন থাকে, এতে তার অন্তর বিনষ্ট হয়, তার কাছে সব খারাপ বিষয়ের সমাহার ঘটে। আর যে অন্তরকে বিশুদ্ধ করা ও রোগ ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখার ব্যাপারে অলসতা করে, সে খুব তাড়াতাড়িই অহংকারী হয়ে ওঠে, আক্রান্ত হয় ভয়াবহ সব রোগ ব্যাধিতে। আর এগুলো প্রকাশ পায় তার আচার আচরণে।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় বুঝা দরকার। তা হলো, কোনো ব্যক্তি জ্ঞান গরিমায় অনন্য ও তাকে আলেমদের মধ্যে গণ্য করার অর্থ এই না যে,

[১] সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত : ৮৮-৮৯

[২] দেখতে গুবরে পোকের মতো। বৈজ্ঞানিক নাম Scarbaeus sacer এবং আরবীতে বলা হয় جعل مقدس (অনুবাদক)

[৩] আল-ফাওয়ায়েদ লিবনিল ফাওয়ায়েদ, ইবনুল কাইয়িম, পৃ : ৭৫

তিনি অন্তর পীড়া থেকে মুক্ত; বরং তালিবুল ইলম বা আলিম; কিংবা দায়ী ইলাল্লাহ, কিংবা তিনি খুব প্রসিদ্ধ তার মধ্যে খ্যাতিলাভের লালসা থাকতে পারে। অহমিকা থাকতে পারে, প্রবৃত্তির অনুসরণ, নিজের থেকে ছোটকে অবজ্ঞা করার মতো ব্যাধিও থাকতে পারে। কিংবা থাকতে পারে মন্দ স্বভাবও। যেমন- তীব্র রাগ, ছাত্র, জনসাধারণ কিংবা বিরোধীদের সাথে কঠোর আচরণ, হাসি খুশি বলতে বিলকুল কিছু না থাকা কিংবা গঠনমূলক সমালোচনা সহ্য করার মনোভাব হারিয়ে বসা।

অতএব অন্তর পরিশুদ্ধ করা ও ভয়ংকর সব রোগ ব্যাধি থেকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখার ব্যাপারে সবাইকেই মনোযোগী হওয়া উচিত। কারণ, এগুলো সব হচ্ছে ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি, অতি দ্রুত যার চিকিৎসা ও দমন আবশ্যিক। যেসব কারণে এ রোগ বালাই তৈরি হয়, সেসব এড়িয়ে চলাটাই কেবল যথেষ্ট নয়।

আর এ জন্যই সালেকীন তথা আধ্যাত্মিক পন্থা অনুসরণকারীগণ ও অন্তর পরিশুদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক—সবাই নিজেদের অন্তরের পরীক্ষা নেন ও নিজেদের মুহাসাবা বা আত্ম পর্যালোচনা করে থাকেন।

উপরে যে মন্দ রোগ ব্যাধির কথা আলোচনা করা হলো, কারও অন্তর যদি এসবে ভরপুর থাকে, তার উদাহরণ হলো পুঁজে ভরা ফোড়ার মতো। যা কি না নাড়াচাড়া বা অন্য কেউ স্পর্শ করার আগ পর্যন্ত ব্যথা লাগে না। বা একটু আকটু নাড়াচাড়া করলেও তেমন কিছু হবে না বলেই ধারণা রাখে। অথচ হাজ্জামের ছোট চুরি দিয়ে আঘাত করলে কিন্তু সেখান থেকে দুনিয়ার পুঁজ বিস্ফোরিত হয়। কারণ, আবদ্ধ জিনিসকে ছোট্টার ক্ষেত্রে বাধা দিলে তা কিন্তু জোরেশোরেই ছড়ায়। হিংসা বিদ্বেষ, কৃপণতা, ক্রোধসহ সকল নিন্দনীয় চরিত্রে আক্রান্ত অন্তরের অবস্থাও এমনই। যখনই কেউ একটু বাজিয়ে দেখে, তখনই তার আসল চেহারা বেরিয়ে আসে।^[১]

[১] এম্বাহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ইমাম গাজালী ২/২২৪



রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাঁর দিকে অগ্রগমন

অন্তর কখনোই তার রোগ ব্যাধি ও দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত হবে না, যতক্ষণ না তা এসবের বিপরীত গুণাবলিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বিপরীত গুণাবলির মধ্যে অন্যতম হলো—আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ ঈমান, ইখলাস, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিরলস প্রয়াস, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর প্রতি আশা ও ভরসায় অন্তরকে নিবিষ্ট করে তোলা। এই স্তরে আমি আল্লাহর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক উপায় উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

[১] ইবাদাতের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইখলাস থাকা

আমলের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইখলাস দুটি বিষয়ের মাধ্যমে অর্জন হয়।
যথা—

এক. আমলকে মানুষের মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ থেকে মুক্ত রাখা।

দুই. আমল দ্বারা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কেবল আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন, সাওয়াব, সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য অর্জন।

যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

অথচ ওদের এ আদেশই করা হয়েছিল যে, ওরা আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করবে ইবাদাতকে তাঁরই জন্য খাঁটি করে।^[১]

‘আর ইখলাস হচ্ছে : আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ এবং মুমিনদের উপর ফরজকৃত বিষয়াদি আদায়ের নিয়ত করা।’^[২]

শাইখ সালেহ বিন উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবাদাতকে আল্লাহ তাআলার জন্য খাঁটি করার অর্থ হলো, বান্দা ইবাদাত করবে কেবল আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন, সওয়াবের আশা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

মুহাম্মাদ আল্লাহ তাআলার রাসুল। আর যারা তাঁর সঙ্গে আছে, তাঁরা কাফেরদের প্রতি অতি কঠোর, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তুমি তাঁদের দেখবে রুকু ও সেজদারত অবস্থায়; তাঁরা অন্বেষণ করেন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি।^[৩]

সুতরাং কেউ যদি স্বাভাবিকভাবেই কোনো ভালো কাজ করে, এর মাধ্যমে সে পরিপূর্ণ ইখলাসের অধিকারী হতে পারবে না। কেননা, ইখলাস তো আমলকে কেবল রিয়া ও নিফাক মুক্ত রাখার নাম নয়; বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে, মুমিন আল্লাহ তাআলাকে ভালোবেসে, সম্মান প্রদর্শন করে, সওয়াব অর্জন ও শান্তি থেকে মুক্তির আশাতেই ইবাদাত করবে।

[১] সূরা আল-বাইয়িনাহ, আয়াত : ৫

[২] তাফসীরে কুরতুবী ৬/৩৫২

[৩] সূরা আল-ফাতহ, আয়াত : ২৯

‘আমলকে আল্লাহ তাআলার জন্য খাঁটি করা ও একক সত্তার ইবাদাত করাই হচ্ছে দ্বীনের মূল বিষয়, রিসালাতের উদ্দেশ্য ও কুরআনুল কারীমের সারকথা। এ জন্যই সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এটিই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্য। এ বিষয়টি স্মরণ করেই আল্লাহর বন্ধুগণ সৌভাগ্যের পরশে আসেন; তা ছেড়ে দিয়েই শত্রুরা নিজেদের কপাল পোড়ে। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কথাটির মূলকথাও এটিই। এ ব্যাপারে সকল নবি রাসুল ঐক্যমত পোষণ করেছেন; সর্বোপরি এর কারণেই আসমান যমীন টিকে আছে।’^[১]

প্রকৃত মুমিনের করণীয় হলো, তার একাগ্রতা, দীনতা ও আত্মনম্রতার অবস্থা সে সৃষ্টিজগত থেকে গোপন রাখবে।

যাতে কেউ তা না দেখে। কারণ, যদি মানুষ তার অবস্থা দেখে ফেলে কিংবা অবগত হয়ে পড়ে, তবে সেই জানা দেখা তার মনে আত্মতুষ্টির বীজ বুনতে পারে। আর আত্মতুষ্টি এক ভয়ঙ্কর ছিদ্র, এটি নিঃশব্দে নষ্ট করে দেয় তার মূল্যবান সময়, অন্তরের জ্যোতি, এবং তার রবের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক। এই জায়গাটিই সবচেয়ে বিপজ্জনক। অনেক কিছু এখানেই হারিয়ে যায়। নিরাপদ তো কেবল সেই—যাকে আল্লাহ তাআলা নিজ কৃপায় রক্ষা করেন।

[২] অন্তর বিনয়ী হওয়া

অভিধানে খুশু বা বিনয়ের অর্থ হলো : নিচু হওয়া, লাঞ্ছনা ও স্থিরতা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ

আর রহমানের ভয়ে ক্ষীণ হয়ে আসবে সকল আওয়াজ।^[২]

[১] জামিউল মাসাদিল লিবনি তাইমিয়াহ ১/৬

[২] সুরা স্ব-হা, আয়াত : ১০৮

অর্থাৎ স্থির, হীন ও নত হয়ে যাবে। এটি থেকেই যমীন নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার বিশেষণটি নেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে—যমীনের নিচুতা ও শুষ্কতা এবং সেচ ও তৃণের অভাবে উঁচু না হওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

তাঁর নিদর্শনসমূহের আরেকটি এই যে, তুমি ভূমিকে নিস্তেজ অবস্থায় দেখতে পাও। অতঃপর আমি যখন তার উপরে পানি বর্ষণ করি, তা হয়ে উঠে সতেজ ও স্ফীত।^[১]

পারিভাষিক অর্থে খুশি বলা হয় : দীনতা হীনতার সহিত অন্তর আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানো ও তাঁর নিকটে সমবেত হওয়া।

মুমিন বান্দার অন্তর আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীতু হওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যিক। এমনভাবে যে, সে আল্লাহ তাআলার জন্য হীন হবে, তাঁর বিধান মানার ক্ষেত্রে বিনয়ী হবে, আদেশ পালনে সাড়া দিবে; সর্বোপরি তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য অগ্রসর হবে। যে এমনটি করবে না, সে আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীতু ও বিনয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমাদের ইসলাম গ্রহণ করা ও নিম্নোক্ত আয়াত তথা—

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

ঈমানদারদের জন্য কি এ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর বিগলিত হবে—আল্লাহর স্মরণ ও যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার সামনে।^[২]

দ্বারা আমাদেরকে ভর্ৎসনা করার মধ্যে মাত্র চার বছরের ব্যবধান ছিল।^[৩]

[১] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৩৯

[২] সূরা আল-হাদিদ, আয়াত : ১৬

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩০২৭



সংকর্মের পথে অগ্রযাত্রা

মুমিন বান্দা নেককাজের সুসম্পাদন ও তার দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার সবচেয়ে বড় দাবিদার। যখনই সে নেককাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দিকে ছুটে যায়, পরম দাতা রাব্বের কারীম ও কল্যাণ, বারাকাহ ও নিয়ামাত বৃদ্ধির মাধ্যমে তার দিকে ছুটে আসেন।

প্রিয় মুমিন ভাই আমার, নিচের পরামর্শগুলো আপনার কাছে নিবেদন করছি। আপনার আমলের সুসম্পাদন, কল্যাণ ও নেককাজের দিকে দ্রুত অগ্রসরের পর যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে আরও ইবাদাতের সুখ সমৃদ্ধি প্রার্থনা করতে পারেন।

[১] আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা

আল্লাহ তাআলা নবি আলাইহিস সালামকে রবের ইবাদাত ও আনুগত্যের ব্যাপারে ‘ইসতেবার’ এর আদেশ দিয়েছেন। যেমন কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا .

(তিনি) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে, তার রব। অতএব আপনি তাঁরই ইবাদাত করুন এবং তাঁর ইবাদাতে অবিচল থাকুন। আপনি কি তাঁর সমগুণের কাউকে জানেন?^[১]

আর অভিধানে ‘ইসতেবার’ এর অর্থ হলো, কঠিন বিষয়ে প্রচণ্ড ধৈর্যধারণ করা।

অতএব যে ব্যক্তি ভালো কাজের তাওফিক, সৌভাগ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে, তার জন্য উচিত হলো অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করা।

অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করার মধ্যে অনেক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। যথা :

এক. পবিত্র কুরআনের নাসিহা, দর্শন ও তথ্য উপাত্ত দ্বারা পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা সূরা আশ্বিয়ার শেষে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যা তথ্য উপাত্ত, পরিপক্ব নাসিহা, প্রতিশ্রুতি ও শাস্তি; সর্বোপরি তাওহদি ও নবুয়াতের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে অকাট্য দলীল প্রমাণে সমৃদ্ধ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاءً لِّلْقَوْمِ عِبْدِينَ .

নিশ্চয় এতে ইবাদাতকারী বান্দাদের জন্য (অভিষ্ট লক্ষ্যে)পোঁছার উপকরণ রয়েছে।^[২]

এ জন্যই আপনি এরকম অনেক মানুষ পাবেন, যারা কুরআন তিলাওয়াতকালে মজা পায় না, বিনয় অনুভব করে না। ফলে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয় না, উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ একটিই; সে

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৬৫

[২] সূরা আল-আশ্বিয়া, আয়াত : ১০৬

আল্লাহ তাআলার দিকে অগ্রগমন ও তাঁর ইবাদাতের ক্ষেত্রে স্বল্পতায় আবদ্ধ।

দুই. সৌভাগ্য ও প্রশান্তি লাভ। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাল্লাহ বলতেন : ‘যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জন করতে চায়, সে যেন নিজের জন্য রবের ইবাদাতের দেহলি বাধ্যতামূলক করে নেয়।’

তিন. ফিতনার যামানায় ইবাদাতকারীর জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে হিজরতের সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ফিতনাকালীন সময়ে ইবাদাত করা আমার দিকে হিজরতের নামান্তর’^[১]

এমনকি তার জন্য পঞ্চাশ জন সাহাবির আমলের সওয়াব লাভেরও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘তোমাদের পরবর্তীতে এমন যুগ আসছে, যে যুগে (দ্বীনের উপর) ধৈর্য ধরে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো যন্ত্রণাদায়ক হবে। ঐ যুগে যে ব্যক্তি দ্বীনের উপর আমল করবে, তার প্রতিদান হবে তোমাদের মতো আমলকারী পঞ্চাশ লোকের অনুরূপ। বলা হলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের পঞ্চাশ জনের, না তাদের পঞ্চাশ জনের অনুরূপ সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, না, তোমাদের পঞ্চাশ জনের সমান তার সাওয়াব হবে।’^[২]

এর দ্বারা বুঝা যায়, ফিতনার যামানায় যে কেবল মন্দাচার থাকবে বিষয়টি এমন নয়; বরং ইবাদাতকারী মুমিন বান্দার জন্য নানাবিধ সুবিধাও থাকবে। অতএব ঢালাওভাবে ফিতনার যামানার মুমিন বান্দাদের ব্যাপারে নিন্দা করা উচিত নয়।

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৯৪৭

[২] তিরমিযি, হাদিস : ৩০৫৮; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪৩৪১

[৭] রবের প্রতি ভালোবাসা অনুভবের গোপন রহস্য

কেউ যদি এমন কারও থেকে উপকারী ও ভালো কিছু শিখে—যে জ্ঞান গরীমায়, চাল চলনে অনন্য, তাহলে স্বভাবতই ঐ ব্যক্তির প্রতি তার ভালোবাসা জন্মে। ঐ ব্যক্তির ভালো গুণ সম্পর্কে সম্যক অবগতির ফলে এ ভালোবাসা আর মুক্ততা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে।

আর রবের শান দৃষ্টান্ত তো সমুন্নত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষজন তা বিস্তারিত না জানার ফলে রবের ভালোবাসার স্বাদ, ঘনিষ্ঠতা থেকে বঞ্চিত হয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার প্রিয় নেককার বান্দাগণ রবের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ, তাঁর সৃষ্টিকূল নিয়ে অধিক চিন্তা ফিকির, কুরআন নিয়ে গবেষণা, প্রণীত বিধি বিধানের তাৎপর্য অন্বেষণ ইত্যাদির দ্বারা আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বড়ত্ব, দয়া অনুগ্রহ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগতি লাভ করে। ফলে রবকে তারা প্রচণ্ড ভালোবাসে। রবের তরে নিজের জান মাল সবকিছু বিলিয়ে দেয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাল্লাহ বলেন, ‘ভালোবাসা বিষয়টি অনুধাবনের অনুগামী হয়ে থাকে। কাজেই আপনি যদি রবকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুধাবন করেন, ভালোবাসাও হবে সংক্ষিপ্ত। বিস্তীর্ণভাবে অনুধাবন করলে ভালোবাসাও হবে বিশাল’।^[১]

[৮] অন্তরে ও জবানে আল্লাহ তাআলার যিকির চালু রাখা

বান্দার অন্তরে যখন আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা সুদৃঢ় হয়ে যায়, তখন সে অন্তর ও জবানে তাঁর তাসবিহ তাহলিল ও হামদকে ভালোবাসতে শুরু করে। তার জবানে উচ্চারিত হয় সুবহানআল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। কারণ, প্রেমিক কখনো তার প্রিয়জনের স্মরণ থেকে

[১] জামিউল মাসাঈল ৬/১৪১

বিমুখ হতে পারে না। কুরআন সুন্নাহতেও এই যিকিরের প্রশংসা করা হয়েছে।

যেমন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মুফাররিদরা অগ্রবর্তী হয়ে গেল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ‘মুফাররিদ’ কারা? তিনি জবাব দিলেন— অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও মহিলাগণ’।^[১]

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘অধিক যিকিরের নির্দেশনা এসেছে এই আয়াত থেকে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো; এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।^[২]

এই প্রবণতা থেকে বুঝা যায় যে, অধিক পরিমাণে রবের যিকির করাটা ওয়াজিব। এটা এ কারণে যে, আয়াতে আল্লাহ তাআলা শুধু আদেশ প্রদান করেই থামেননি; বরং ক্রমান্বয়ে মাসদার তথা শব্দমূল {ذَكْرًا} এবং এর সিফাত বা বিশেষণ {كَثِيرًا} দ্বারা বিষয়টিকে জোরদার করেছেন। আর এরকমটা কোনো মুস্তাহাব বিষয়ে হয় না।

তবে এ যিকির সর্বাবস্থায় হওয়া এবং জবানের দ্বারা যিকির হওয়া ওয়াজিব বলে কেউ মতামত প্রদান করেননি; বরং উদ্দেশ্য হলো অন্তরের যিকির। যেমনটি ইমাম মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন।

যিকিরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রতিটি ফরজ ইবাদাতের শেষ প্রান্তেই আল্লাহর যিকির রয়েছে।

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৬৭৬

[২] সুব্বা আহযাব, আয়াত : ৪১-৪২



আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা লাভ

এ পর্যন্ত যেসব ঈমানি স্তরের বিষয়ে আলোচনা করা হলো, যে বান্দা সেসব স্তরে অবস্থান করছে সে চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের আগেই দুনিয়াতেও একটি জান্নাত লাভ করবে। কল্পনাভিত্তিকভাবে রাক্ষের কারিম তাকে সম্মানিত করবেন। দান করবেন অকল্পনীয় নিয়ামত। যেমন—

১. সুখময় জীবনযাপন : তার জীবনে যে অবর্ণনীয় প্রশান্তি আর সমৃদ্ধি থাকে, তা রাজা বাদশাহ আর সম্পদশালী লোকদের কাছেও নেই।

২. তুষ্টি : তাকে দেখলে মনে হয় যে, সেই সর্বাধিক ধনাঢ্য, মর্যাদাবান আর ক্ষমতাবান ব্যক্তি।

৩. বিপদাপদ ও কষ্ট ক্লান্তিতে সন্তুষ্টি : এই বৈশিষ্ট্য বান্দার অন্তরে না থাকলে তার মনোবল দুর্বল হয়ে যায় এবং শত্রুরা তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

৪. ইবাদাত পালন সহজতর হওয়া : ইবাদত পালনে সে কোনো ধরনের কষ্ট ক্লান্তি অনুভব করে না।

৫. রিয়কে বারাকাহ : প্রাচুর্যতা, ইলম আমলে সমৃদ্ধি আর জনসাধারণের ভালোবাসা লাভ করতে পারে যা অন্যরা পারে না।

৬. মানুষজনকে বান্দার কাজে লাগিয়ে দেয়া : মনে হয় যে, পুরো সৃষ্টিকূলকেই আল্লাহ কেবল তার একার জন্যই কাজে লাগিয়েছেন।

৭. মানুষজনের অন্তরে ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করা : আল্লাহ তাআলা তাঁর নেককার বান্দাগণ সম্পর্কে বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا}

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয় দয়াময় তাদের জন্য ভালোবাসা তৈরি করে দিবেন।^[১]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তাদের জন্য বান্দাগণের অন্তরে ভালোবাসা তৈরি করে দিবেন।^[২]

কাজেই যে ব্যক্তি তার সর্ব সাবুল্য নিয়ে রবের দিকে অগ্রসর হয়, রবকে ভালোবাসে আর তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে—সে ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ। কারণ, আল্লাহ তাআলাও তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। তার প্রতি দয়া, ভালোবাসা দেখানোর মাধ্যমে তার দিকে অগ্রসর হয়ে থাকেন। আর খোদ আল্লাহ তাআলা যখন কারও দিকে অগ্রসর হন—তখন ঐ বান্দার চারদিক আলোকিত হয়ে যায়। ঊর্ধ্বজগতের অধিবাসীরা তার দিকে বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকায়।

আর আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরিল আলাইহিস সালামকে ডাক দিয়ে বলেন, ‘হে জিবরিল! আমি অমুককে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো।’ ফলে জিবরিল আলাইহিস সালাম তাকে ভালোবাসে। এরপর জিবরিল আসমানে ঘোষণা দিয়ে বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা অমুককে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো।’ তখন আসমানের অধিবাসীরা তাকে

[১] সূরা মারইয়ান, আয়াত : ৯৬

[২] মাজমুউল ফাতাওয়া ১৫/২৩২

ভালোবাসে। এরপর পৃথিবীবাসীরাও তাকে ভালোবাসে। তাদের অন্তরে তার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়।^[১]

৮. শুধু আল্লাহকে ভয় করা : মুমিন বান্দা কাউকে নাজায়েজ কিছু করতে দেখে বাধা প্রদান করে। যদিও সে বিনয়ী। কিন্তু সৎকাজে আদেশ কিংবা অসৎকাজে নিষেধের ক্ষেত্রে সে নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না। ধনাঢ্য ব্যক্তি কিংবা ক্ষমতাসীন ব্যক্তি—আল্লাহ তাআলা ছাড়া কাউকে সে ভয় করে না। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য হতে দেখলে তার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ও সাহসী মনোভাব জেগে ওঠে। তাকে যারা ধৈর্যশীল ও বিনয়ী বলে জানত—তারা পুরোই হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলে, ‘এটা তো তার চিরায়ত স্বভাব নয়!’

তবে বাস্তবতা হলো মোটেই তার স্বভাব থেকে বের হয়নি; বরং প্রচণ্ড শক্তি আর সৎ সাহস তার মধ্যে আগে থেকেই লুক্কায়িত ছিল। যখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, আত্মপ্রকাশ করেছে। বিষয়টি অনেকটা খাপে রাখা তরবারির মতো; যা কেবল আক্রমণ আর যুদ্ধের প্রয়োজনেই খাপমুক্ত করা হয়।

এবার শাইখুল ইসলাম আবু ইসমাইল আল হারাবি রাহিমাহুল্লাহর সৎ সাহসের ব্যাপারটি লক্ষ করুন। দ্বীনের জন্য পাঁচ পাঁচবার তাঁর সামনে তরবারি উঁচিয়ে বলা হলো, ‘আপনার বিরোধীদের ব্যাপারে আপনি চুপ থাকুন ব্যস!’ তাঁকে কিন্তু বলা হয়নি যে, আপনার মত পথ থেকে ফিরে আসুন। তবুও প্রত্যত্তুরে তিনি বললেন, ‘আমি চুপ থাকব না।’^[২]

৯. উত্তম চরিত্রের অধিকারী : মুমিন বান্দা জ্ঞানার্জন আর অনুশীলনের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট চরিত্র, কোমল স্বভাব এবং নম্রতা ভদ্রতা লাভ করে।

১০. সাওয়াব বেড়ে যাওয়া : বান্দার আমলনামায় প্রতিটি সৎকাজের সাওয়াব দশ থেকে নিয়ে সাতশো গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি হওয়া।

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৬৩৭

[২] সিয়াকু আলামিন নুবালা ৩/১৪৩৭